সাতদিন

১৬ সেপ্টেম্বর : সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার রাঙ্গুনীবাড়ি পুলিশ ক্যাম্পে সর্বহারাদের আক্রমণে ব্যাপক অস্ত্র, গোলাবারুদ লুট ও ৪ পুলিশ নিহত হয়েছে।

ঢাকার পরিকল্পনা কমিশনে দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শক গ্রুপের সঙ্গে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত এবং এতে দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা ও আর্থিক খাত দুর্বলতার কারণে দাতাগোষ্ঠী অসন্তোষ প্রকাশ করে।

ন্যাম ফ্ল্যাট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক পূর্তমন্ত্রীসহ নয়জনের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো।

১৭ সেপ্টেম্বর : বেলকুচিতে লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারের সর্বাত্মক অভিযানে প্রায় ২০০ আটক এবং সারা দেশে থানা, ফাঁড়ি, পুলিশ ক্যাম্প ও তদন্ত কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য 'রেড এলার্ট' ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজধানীর ডেমরা থানায় এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৪ জন জীবন্ত দগ্ধ এবং ৮টি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে।

ধানমন্ডি এলাকায় ডাকাত-সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৪ পুলিশসহ ৭ ব্যক্তি আহত।

১৮ সেপ্টেম্বর : দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের ২০০২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত এবং পাসের হার ২৭.০৮।

ওম প্রকাশসহ ৩ মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে নিয়ম বহির্ভূত ঋণ সুবিধা প্রদানের দায়ে এবার ৪ বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদকে শোকজ নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৯ সেপ্টেম্বর : রাজধানী ঢাকায় আকস্মিক রিকশা ধর্মঘটের কারণে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হন।

২০ সেপ্টেম্বর : বাগেরহাটের ফকিরহাটে একটি চরমপন্থি দলের ক্যাডারদের গুলিতে ১ জন এবং রূপসায় গ্রামবাসীর পিটুনিতে তিন ক্যাডার নিহত হয়েছে।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর হৃদরোগ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

২১ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ৭ মাস কারাগারে আটক থাকার পর ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন।

গার্মেন্টস শিল্প খাতের সমস্যাগুলোর সমাধানে তৈরি পোশাক মালিকরা প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একটি সেল গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

২২ সেপ্টেম্বর : আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা সাব-কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সভা-সমাবেশ করা যাবে না। অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য সাদা পোশাকের পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলো শহীদ মিনার এলাকায় থাকবে।

অবরুদ্ধ কেন

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। কোনো ধরনের মিছিল, শোভাযাত্রা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। বাঙালি সংগ্রামের প্রতীক শহীদ মিনারকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থার লোক। বিরোধিতা সত্ত্বেও ২৪ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, শহীদ মিনারে কোনো ধরনের সমাবেশ করতে হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বৈরতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। সরকারের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে ক্রমেই সরকার আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ছে। এ কারণে সর্বত্র মিছিল-সমাবেশের ওপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে। সর্বত্রই ব্যর্থতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সরকারের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তই বিরোধীদের মাঠে নামার পথ সুগম করে দিচ্ছে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের রক্তঝরা স্থানে গড়ে উঠেছিল শহীদ মিনার। সূচনালগ্নের এ শহীদ মিনার পরের দিনই ভেঙে ফেলে দেয় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পুলিশ। '৭১-এর ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকবাহিনী কামানের গোলা দিয়ে মাটির সঙ্গে শহীদ মিনারকে মিশিয়ে দিয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে সকল সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে শহীদ মিনার। শহীদ মিনারে কার্যত সমাবেশ নিষিদ্ধ করে সরকার পরিস্থিতি জটিল করলো। আগামী ৩ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। শহীদ মিনারে সমাবেশ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে।

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ছাত্রছাত্রীদের হল

ত্যাগের নির্দেশ দেয়। তখন শহীদ মিনার হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। মূলত শহীদ মিনারে লাগাতার অনশনের কারণে আন্দোলন তুঙ্গে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বুয়েটের আন্দোলন একই দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আন্দোলনের মুখে বুয়েট কর্তৃপক্ষ ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। পুলিশের তীব্র নির্যাতনের মুখে আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বসতে ব্যর্থ হয়। কয়েক দফা লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ে পুলিশ আন্দোলনকারীদের শহীদ মিনার ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। মূলত বুয়েটের আন্দোলনের পরেই অবরুদ্ধ হয়ে যায় শহীদ মিনার। তখন থেকেই সরকার শহীদ মিনারে সব রকমের সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

জোট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা নিয়ে শুরু হয় জটিলতা। টিএসসিতে নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবিদার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রম। তাদের রুম ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। শহীদ মিনার নিষিদ্ধ হবার পর পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব নেমে আসছে। বাধাগ্রস্ত হবে মুক্ত চিন্তা।

শহীদ মিনারের ওপর অবরোধ প্রত্যাহারের দাবিতে মাঠে নামছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। তারা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শহীদ মিনারে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে। দৃশ্যত এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠবে। সরকার ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে।

শহীদ মিনারকে সব সময় ভয় পেয়েছে তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশে শহীদ মিনারকে ভয় পায় জামায়াত। মূলত জোট সরকারের মধ্যে তাদের দর্শনের আধিপত্যের কারণে আজ নিষিদ্ধ হয়েছে শহীদ মিনার। বাঙালির মিলন ক্ষেত্র।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী জোট সরকার আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। শহীদ মিনার অবরোধ করে তারা আন্দোলন বন্ধ করতে চেয়েছে। নিষিদ্ধ করতে চেয়েছে মুক্ত চিন্তা, সাংস্কৃতিক চর্চাকে। এভাবে যে শেষ রক্ষা হয় না, তা এরশাদবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী খালেদা জিয়া ভালোভাবেই বোঝেন। তবু তিনি চলছেন শুধু ভ্রান্ত পথে। ভ্রান্ত দিকনির্দেশনায়।

সংসদ

আবারো ব্যর্থ

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

অষ্টম জাতীয় সংসদকে ঘিরে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল সংসদের পরপর চারটা অধিবেশনের অভিজ্ঞতায় তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই সংসদে বিএনপি'র দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন থাকলেও যাত্রা শুরু থেকেই জাতীয় সংসদ নন-স্টার্টার হয়ে রয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের শুরু থেকেই বিরোদী দল আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জনের লাইন নেয়। ফলে সংসদ প্রথম থেকেই স্বাভাবিক সূচনা নিতে পারেনি। কিন্তু বিএনপি'র সংসদ সদস্যরাও সংসদে না আসায় সংসদের অচলাবস্থা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। গত তিনটি অধিবেশনের প্রায় প্রতিদিনের অধিবেশনে কোরাম সংকট মোকাবেলা করতে হয়। স্পিকার বার বার বেল বাজিয়েও সংসদ সদস্যদের সংসদে হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে তিনি কোরামের বিষয়টা মাঝে মাঝেই উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন। এক সময় তো স্পিকার বলেই বসেন সংসদ অধিবেশনের জন্য কোরামের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে তার দলেরই আইনমন্ত্রী সংবিধান দেখিয়ে তার এই ভুল শুধরে দেন। কিন্তু হলে কি হবে, কোরাম সংকট নিয়েই সংসদকে চলতে হয়েছে এ যাবৎ। আওয়ামী লীগ তার বর্জন সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে সংসদে যোগ দিলে আশা করা গিয়েছিল, সংসদ এবার হয়তো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচনা হবে। কিন্তু সংসদ সে লক্ষ্যে কোনো পথ দেখাতে পারেনি। আর সংসদের চতুর্থ অধিবেশন তো সে আশায় পানি ঢেলে দিয়েছে। কেবল শোরগোল, অনাবশ্যক বিতর্ক আর ওয়াকআউট ছিল সংসদের বিষয়। দুই সংসদের মাঝখানে ষাট দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলেও সেসব কিছু আলোচনায় আসেনি সংসদে।

জাতীয় সংসদের অধিবেশনের শুরুতেই সরকারি দল অবশ্য বলে দিয়েছিল সংসদের সামনে কোনো কাজ নাই। সে কারণে মাত্র চার দিনের কার্যদিবস স্থির করা হয়েছিল এই চতুর্থ অধিবেশনের জন্য। এই চারদিনেও যদি জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনো একটি বিষয় সঠিকভাবে আলোচনা হতো তবুও সেটা বলার মতো ছিল। কিন্তু এবার সংসদের শুরুই হয় বিতর্ক দিয়ে। তাও আবার মোনাজাত নিয়ে বিতর্ক।

প্রতি সংসদ অধিবেশনের শুরুতে দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে সাবেক অথবা বর্তমান কোনো সংসদ সদস্য অথবা কোনো বিশিষ্টজন মারা গেলে তার জন্য শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবের পর মোনাজাত হয়। এবারও মোনাজাত হয়েছিল। মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন বিএনপি জোটের শরিক বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সংসদ সদস্য কাজী আলাউদ্দীন। তিনি মোনাজাত পরিচালনা করতে গিয়ে বিগত নির্বাচনে খালেদা জিয়াকে বিজয়ী করার জন্য শোকরানা আদায় শুরু করলে প্রথমে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেও, পরপরই তারা মোনাজাত ছেড়ে বসে পড়ে এবং মোনাজাতের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ধারা বিবরণী থেকে বাদ দেয়ার দাবি জানাতে থাকে।

এই ঘটনা অবশ্য সরকারি দলকেও বিব্রত করেছিল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অর্থমন্ত্রী মোনাজাতের বিতর্কিত অংশ বাদ দেয়ার জন্য স্পিকারকে অনুরোধ জানান। এভাবে বিষয়টি সুন্দরভাবে ফয়সালা হয়ে গেলেও সংসদে দুই দলের যে বিরোধপূর্ণ অবস্থান সে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সংসদে অনির্ধারিত বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। এর আগে অবশ্য স্পিকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নাকি রাষ্ট্রপতি হিসেবে সংসদ আহ্বান করেছেন সে নিয়েও এক দফা অনির্ধারিত বিতর্ক হয়ে যায়।

তারপরও সবাই আশা করছিল, সংসদের কার্যদিবসের চার দিনই অর্থপূর্ণ আলোচনায় ব্যয় করা

বিসিএস বিতর্ক

২৪তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র বিক্রি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছুক একটি উর্ধ্বতন সূত্র ২০০০কে জানিয়েছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের মধ্যে এ পর্বের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। তবে এখনো বিস্তারিত শিডিউল তৈরি করা হয়নি। এদিকে এর পূর্বতন ৩টি বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে কয়েক বছর যাবৎ। ২১তম বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। এ পর্বের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং রেজাল্ট তৈরি হয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের পরপরই। সরকার পরিবর্তনের পর এ পর্বের নিয়োগ স্থগিত করা হয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সম্প্রতি সরকার লিখিত পরীক্ষার খাতা এবং টেব্যুলেশন শিটের নম্বর মিলিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত দিয়েছে বলে জানা যায়। সে অনুযায়ী কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। একইভাবে ২২তম পর্বের খাতার নম্বর টেব্যুলেশন নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। পিএসসি'র একটি সূত্র ২০০০কে জানিয়েছে, খাতার সঙ্গে টেব্যুলেশনের নম্বর তারতম্যের বেশকিছু ঘটনা ধরা পড়েছে। ২৩তম পর্বের খাতা যাচাই এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তও সম্প্রতি নেয়া হয়েছে। এদিকে দীর্ঘদিন বিসিএস ক্যাডারসহ সরকারি চাকরিতে সব রকম নিয়োগ বন্ধ থাকায় দেশে বেকারত্বের হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বেড়েছে মেধাবী তরুণদের মধ্যে হতাশা।

চেয়ারম্যান ক্ষুব্ধ মিডিয়ার ওপরে

আমরা বিসিএস নিয়ে চলমান বিতর্ক সম্পর্কে জানার জন্য প্রায় ৩০ বার ফোন করি পিএসসির চেয়ারম্যানের দপ্তরে। বারবারই বলা হয়, তিনি মিটিং করছেন। শেষ পর্যন্ত মেম্বারদের ফোন করি, তারা এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, প্রতি সপ্তাহে পত্রিকায় বিসিএস সম্পর্কে নানারকম খবর প্রকাশ হয় যার কোনোটা সত্য, কোনোটা সত্য নয়। এ কারণে চেয়ারম্যান ম্যাডাম মিডিয়ার ওপরে ক্ষুব্ধ। প্রশ্ন করলাম, পিএসসি যেহেতু চলমান বিতর্ক নিরসন করছে না, আসল অবস্থা ব্যাখ্যা করে কোনো বিবৃতি, বিজ্ঞপ্তি অথবা সাক্ষাৎকার দিচ্ছে না, সে কারণেই বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। পিএসসির কর্মকর্তাগণ প্রতিবেদকের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, চেয়ারম্যানের উচিত সংবাদ সম্মেলন অথবা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি সবার কাছে ক্লিয়ার করে দেয়া। চেয়ারম্যান তা না করে, অযথাই বিভ্রান্তি তৈরির সুযোগ করে দিচ্ছেন।

বদরুল আলম নাবিল ছবি: **এন্ড্রু বিরাজ**

হবে। সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্তও হয়। কিন্তু সেই আলোচনাকে চালাকি করে যে রাতের গভীরে নিয়ে যাওয়া হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাদ দিয়ে সদস্যরা যে পরস্পর একে অপরকে অশোভন বাক্যবাণে আক্রমণ করবেন, অশ্লীল কথা আর অঙ্গভঙ্গির প্রদর্শনী হবে এটা কেউ ভাবেনি। কিন্তু হয়েছে তাই।

প্রথম দিন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সংক্রান্ত বিতর্ক টানতে টানতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা রাতের গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়। অত রাতে বিরোধী দল এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে না চাইলে স্পিকার কথা দেন যে, পরদিন প্রশ্নোত্তর পর্বের পরেই ঐ বিষয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু পরদিন স্পিকার ঐ প্রশ্নোত্তর পর্ব কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই এক ঘন্টার জায়গায় আড়াই ঘন্টায় নিয়ে যান। পরে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন

মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশেরও ফয়সালা করা হয়। তারপর স্পিকার ফ্লোর তুলে দেন সরকারিদলের মন্ত্রীদের হাতে। তারা রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বিরোধী দলের নেত্রীর একটি অশোভন মন্তব্য ধরে পয়েন্ট অব অর্ডারের পর পয়েন্ট অব অর্ডারে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। এটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সরকারি দল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। সরকারি দল যে এই আলোচনার ওপর কোনো গুরুত্ব দিতে রাজি ছিল না তার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচনার সময় সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুপস্থিতির ঘটনায়।

সংসদে অবশ্য শেষ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সে আলোচনায় বর্তমানের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘটনার চেয়ে অতীতের ঘটনা নিয়ে টানাটানি হয়েছে। সদস্যরা একে অপরের দোষারোপ করেছেন। মাঝখান থেকে সন্ত্রাসীরা অভিযোগ থেকে বেঁচে গেছে। আলোচনা শুনে মনে হয়েছে সন্ত্রাস বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংসদে দু' দলের সহবস্থানই সমস্যা। আলোচনা শেষ হওয়ার আগে আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছে। সমস্ত আলোচনা একটি নিষ্ফলা উদ্দেশ্যহীন বিতর্কে পরিসমাপ্তি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান

জাতীয় সংসদের এই অবস্থায় গভীর আশাবাদীও স্থির থাকতে পারেন না, সাধারণ মানুষ দূরে থাক। তাদের কাছে সংসদ এখন ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষ মনে করছে, এই সংসদ থেকে তাদের চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই। বরং এই সংসদ থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। কারণ সংসদ থাকলে সদস্যদের গাড়ি-বাড়ি সুবিধার জন্য যে অর্থ দিতে হবে সেটাই জনগণের জন্য বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অনাবশ্যক বোঝা জনগণ বইবে কেন। সংসদ সম্পর্কে এই মনোভাবই সৃষ্টি হয়েছে। চতুর্থ অধিবেশন সেই মনোভাবকেই জোরদার করলো।

ইনার-হুইল ক্লাব

এসিডদগ্ধদের পাশে

এসিডদগ্ধ অসহায় মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইনার হুইল ক্লাবের ৬টি শাখা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তারা মানবতার কল্যাণে। গত ২০ সেপ্টেম্বর এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ইনার হুইল ক্লাবের উত্তর ধানমন্ডি, দিলকুশা, গুলশান, ঢাকা সদর ও ঢাকা জেলা শাখার উদ্যোগে বারডেম মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। পরে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে রচিত ইনার হুইল প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা পাঠ করেন ইনার হুইল ক্লাব ঢাকা মেট্রোপলিটন শাখার সভাপতি ইফাত সিদ্দিকী। ঢাকা জেলা শাখার সভানেত্রী রানু হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বার্ণ ও সার্জারি বিভাগের প্রধান ড. এসএল সেন। আলোচনা সভায় মতিউর রহমান বলেন, এসিডদগ্ধ নারী শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও নির্যাতিত হচ্ছে। সমাজে আজ সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এসিড নিক্ষেপ হচ্ছে। শুধু নারীরাই নয় এসিড নিক্ষেপের শিকার হচ্ছে পুরুষ, এমনকি শিশুরাও। তিনি বলেন, এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সারা দেশে জনমত গড়ে তুলতে হবে। সরকারের ওপর চাপ দিতে হবে। এসিড ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের আইনটি দ্রুত কার্যকরভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। ড. এসএল সেন বলেন, এসিডে শিকার হওয়া মেয়েরা অসহায় হয়ে পড়ে। একমাত্র মা ছাড়া তার কাছে আর কেউ থাকে না। তিনি বলেন, এসিডের শিকার প্রেম প্রত্যাখ্যান, যৌতুক, সম্পত্তি নানা কারণে হচ্ছে। ভয়াবহতার শিকার হচ্ছে ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা। '৯৯ সালে ঢাকা মেডিক্যালে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়ে ১৯৮ জন ভর্তি হয়েছিল। ২০০০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে ২২২ জনে দাঁড়িয়েছে। ক্রমেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে এসিড নিক্ষেপের প্রবণতা বাড়ছে। তিনি বলেন, এসিড নিক্ষেপের শিকার কোনো মানুষকে ঠান্ডা পানি প্রথমে ঢেলে দিতে হবে। এ সময় তিনি এসিডের শিকার মেয়ে শিশুদের সেলাইডে ছবি প্রদর্শন করেন। ছবি দেখানো হয় চিকিৎসার পরে কতটুকু উন্নতি হয়। ড. এসএল সেন বলেন, এসিডে ক্ষত স্থানটি কখনও আগের অবস্থায় ফেরানো সম্ভব নয়। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে বার্ন রোগীদের চিকিৎসার সীমাবদ্ধতার কথা তিনি তুলে ধরেন। তিনি এসিডদগ্ধ মেয়েদের পুনর্বাসনের ওপরও আলোচনায় গুরুত্ব দেন।

ইনার হুইল ক্লাব ঢাকা মেট্রোপলিটন শাখার সভাপতি ইফাত সিদ্দিকী

সভাপতির বক্তব্যে বানু হাফিজ বলেন, এসিড নিক্ষেপের ঘটনা সমাজে বেড়েই চলছে। তিন বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের মহিলা পর্যন্তও এসিড নিক্ষেপের শিকার হচ্ছে। এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড হওয়ার পরেও সমাজে এসিড নিক্ষেপ বন্ধ হচ্ছে না। তিনি বলেন, আজ সকলে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় পর্বে মুক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা এসিড নিক্ষেপকারীর ছবি বড় করে পত্রিকায় ছাপানোর প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব করা হয় ঘাতককে দ্রুত প্রকাশ্যে বিচারের। অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেয়া হয় ইনার হুইল ক্লাব এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধে জনমত গড়ে উঠলে আগামীতে আরো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। মূলত সেমিনারে আগত শতাধিক ইনার হুইল মহিলা ক্লাবের সদস্যরা মানবতার এই ধরনের বর্বরোচিত কার্যক্রম প্রতিরোধে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম

বিএনপি ক্যাডারদের চাঁদাবাজি শিবির ক্যাডারদের তান্ডব

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিএনপি-শিবির ক্যাডারদের বেপরোয়া তান্ডব; জরুরি হয়ে পড়েছে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ। শুধু শহর এলাকার স্কুল-কলেজই নয়; শহরের বাইরেও প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজ শিবির-বিএনপি ক্যাডারদের অব্যাহত সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। শঙ্কিত শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলের ধারণা, প্রশাসন জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে অচিরেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে। অনিশ্চিত হয়ে যাবে চট্টগ্রামের শিশু-কিশোর তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন। এ পরিস্থিতিতে এখনো প্রশাসনের ভূমিকা রহস্যজনক। অস্বীকার করছেন সিএমপি কমিশনার। চট্টগ্রামের পাটমন্ত্রীর নীরব ভূমিকা আরো শঙ্কিত করছে সাধারণকে ।

এ ব্যাপারে গত ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার রাতে সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লা খান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'গড়পড়তা চট্টগ্রামের সব স্কুলে সাদা কাগজে লিখে চাঁদা দাবি এক ধরনের শয়তানি। না হয় স্কুল বেছেই দিতো। সে কারণে আমি সব সাংবাদিককেই বলছি, এসব লিখলে অহেতুক আতঙ্ক ছড়াবে; না লেখাই ভালো । আসলে চাঁদা দাবির কথাটা একেবারেই ভিত্তিহীন বলে মনে করছি আমি। চট্টগ্রাম চল্লিশ লাখ লোকের শহর। চুরি-ছিনতাই হতেই পারে, তবে চাঁদাবাজি কমে গেছে অনেক। গত শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ছিল অপরাধবিহীন দিবস।'

সিএমপি কমিশনার দাবি করলেন, সিএমপি কর্তৃপক্ষ 'অ্যারেঞ্জ' করেছে গত শুক্রবারকে 'ক্রাইম ফ্রি'তে বা 'অপরাধবিহীন দিবস' হিসেবে। এভাবে এক দিন যদি সম্ভব হয়- প্রতিদিন নয় কেন?

উল্লেখ্য, ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৫টায় কাজীর দেউড়ী কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ীরা সাইরেন বাজিয়ে প্রতিরোধ করেছেন ৪ জন চাঁদাবাজ ছাত্রদল ক্যাডারকে। চাঁদাবাজ ৪ জন এলাকায় চিহ্নিত হলেও ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের সমর্থক হওয়ায় পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এরা। ব্যবসায়ীরা সাইরেন বাজিয়ে হকিস্টিক , লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে এসে প্রতিরোধ করলে বেবিট্যাক্সিযোগে চাঁদাবাজরা পালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা কী ছিল? দীর্ঘদিন

দে • য়া • ল • লি • পি

এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা...

শহীদ মিনারও কি বন্ধ করে দেয়া হলো নাকি? এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি ইউসুফ হায়দারের বক্তব্য খুব মজার। তার মতে, শহীদ মিনারে অনুষ্ঠান, মিছিল-সমাবেশ করতে তো কোনো বাধা নেই। কিন্তু পুলিশ কেন সেখানে কাউকে যেতে দিচ্ছে না এ প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ হায়দারের বক্তব্য হচ্ছে 'নো কমেন্টস'। রাজনৈতিক নেতা, সাংস্কৃতিক কর্মী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার কাউকে যেতে দেয়া হচ্ছে না শহীদ মিনারে। বয়স্ক, খানিকটা অসুস্থ, ভাষা সৈনিক শ্রদ্ধেয় আব্দুল মতিনকেও যেতে দেয়া হয়নি। একটি কাজ অবশ্য করা যায়। ফেব্রুয়ারি খুব বেশি দূরে নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা যায় এবং এই দিন শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে সেটা নতুন করে উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। বলতে পারেন, 'আজ থেকে শহীদ মিনার জাতীয়তাবাদী, পুলিশ ও চারদলীয় জোটের সদস্যদের জন্য।' দেশবাসীকে মনে রাখতে হবে, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট চারদলীয় জোটের কোনো শরিক নয়!

বিপর্যয় ও দুঃখজনক ঘটনা

বিপর্যয় ও দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আছে। উদাহরণটা দেশী কনটেক্সটে না দেয়াই ভালো। তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পুরনো কৌতুক টেনে আনা যায়। ধরুন আপনি নতুন জামাকাপড় পরে রাস্তায় বের হলেন। হঠাৎ চলন্ত গাড়ি আপনার পোশাকে কাদা ছিটিয়ে গেল। এটা দুঃখজনক ঘটনা, বিপর্যয় নয়। কিন্তু সোভিয়েট সরকার (এই কৌতুক যখন প্রচলিত ছিলো তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙেনি) তার সব সদস্য নিয়ে একটি বিমান দুর্ঘটনায় পড়লো। এটা বিপর্যয় কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা নয়। তবে এ বছর এইচএসসি'র ফল প্রকাশের পর প্রায় সবগুলো প্রধান দৈনিকে লেখা হয়েছে 'এইচএসসিতে ফল বিপর্যয়'। পাসের হার ২৭.০৯ ভাগ। অবশ্য পাসের হার কতোভাগ হলে সেটাকে বিপর্যয় কিংবা দুঃখজনক ঘটনা না বলে ভালো বলা যাবে সেটা কোনো পত্রিকা পড়ে কখনই বোঝা যায় না। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, 'এটিকে ফল বিপর্যয় বলা ঠিক হবে না বরং নকল প্রতিরোধে জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে পাসের হার কমেছে।'
আগামী বছরগুলোতে যদি পাসের হার বাড়ে তাহলে কি বলা যাবে যে 'নকলবাজরা' পাস করতে পারায় এবারে পাসের হার বেড়েছে!

হায়রে পুলিশ!

যে পুলিশ ভোররাতে ছাত্রীহলে ঢুকে ছাত্রীদের ওপর নিষ্ঠুর হামলা চালাতে পারে, হামলা চালাতে পারে বুয়েটে কিংবা আটকে দিতে পারে শহীদ মিনার, সেই পুলিশ খুন হয়ে যায় চরমপন্থিদের হামলায়। থানা আক্রমণ করে চার পুলিশকে খুন আর দশজনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত করার পর বীরবেশে চলে যেতে পারে আক্রমণকারীরা। ভাবা যায়? সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার রাঁধুনি গ্রাম পুলিশ ফাঁড়িতে চরমপন্থিদের হামলার পরে শ'য়ে শ'য়ে মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সর্বহারা সন্দেহে সর্বশ্রেণীর মানুষকে গ্রেপ্তার করা শুরু হলেও অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। সর্বহারারা এই হামলা করার আগে পুলিশকে নাকি 'চরমপত্র' দিয়েছিল। পুলিশ নাকি কোনো সাবধানতা অবলম্বন করেনি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজ জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করতে পারেন। পুলিশ নিজ জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে কার কাছে আবেদন করবে? তবে বাগেরহাটের মানুষ যেন কেমন। একজন টেম্পো শ্রমিককে খুন করে পালাবার পথে তারা তিন সর্বহারাকে পিটিয়ে মেরেছে।

আহসান কবির

‘মাইক্রোক্রেডিটে বরং দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে’

সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসহ দেশের আদিবাসীদের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। সংবিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে সন্তু লারমা বলেন, সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। তাই এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন হতে পারে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়নে সরকার আদিবাসীদের কোনো মতামত গ্রহণ করেনি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই সরকার এটা করেছে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসহ আদিবাসীদের বাদ দিয়ে প্রণীত কোনো কৌশলপত্রই মেনে নেয়া যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে ‘প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য খসড়া জাতীয় কৌশলপত্র (আই-পিআরএসপি) বনাম জাতিগত সংখালঘুদের দাবিসমূহ’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাদানকালে সন্তু লারমা এ কথা বলেন। পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট (পিইটি) এই সভার আয়োজন করে। সংগঠনের চেয়ারপারসন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার শুরুতে পিইটি’র নির্বাহী পরিচালক শিশির শীল বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নেন- সভার বিশেষ অতিথি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ান, প্রবীণ নেতা রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য রূপায়ণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ জহির, বান্দরবান জেলা পরিষদ সদস্য লুসাইন মং, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, নির্মুলেন্দু ত্রিপুরা, অ্যাডভোকেট শক্তিমান চাকমা, সিলেটের খাসিয়া নেতা এড্রুস সোভামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদ সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলম, আদিবাসী নেতা পীযূষ কুমার বর্মণ, প্রফুল্ল কুমার, আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য রওশন আরা বেগম প্রমুখ। সভায় তিন পার্বত্য জেলা ছাড়াও সিলেট, ময়মনসিংহ, গাজীপুরের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ যোগ দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সন্তু লারমা এনজিওদের মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, মাইক্রোক্রেডিটে বরং দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। দরিদ্ররা উত্তরোত্তর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের সদিচ্ছা শাসকগোষ্ঠীর নেই। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রসহ অন্যান্য নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব রাখা হয় না। তিনি বলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সিলেট, ময়মনসিংহে আদিবাসীরা সম্পদ থেকে বঞ্চিত। এই শোষণ-বঞ্চনা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে প্রয়োজন সুশাসন। কিন্তু দেশে আজ সুশাসন নেই। দুর্নীতি, দুরাচারে দেশ ছেয়ে গেছে। সন্তু লারমা দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণে সরকারকে বাধ্য করতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য গণতান্ত্রিক দল ও সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

মূল আলোচনায় অধ্যাপক এমএম আকাশ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসহ দেশের আদিবাসী জনগণের বিভিন্ন দাবি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ রেখে বলেন, জাতিগত সংখ্যালঘুদের দাবিকে পাশ কাটিয়ে কোনো কৌশলপত্র প্রণীত হতে পারে না। তিনি এ ব্যাপারে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসহ আদিবাসীদের যেসব দাবি অন্তর্ভুক্ত করার সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবিলম্বে যথাযথ বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের ন্যায় সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও ভূমি কমিশন গঠন, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত আদিবাসীদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা, আদিবাসী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কোনো প্রকল্প গ্রহণের আগে আদিবাসীদের স্বাধীন মতামত গ্রহণ, আলফ্রেড সরেন, গিদিতা রেমা, সেন্টু নকরেক, অবিনাশ উরাংসহ সকল হত্যার বিচার ও আদিবাসী নারী নির্যাতন বন্ধ, আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার স্বীকার করা, বৃহত্তর সিলেট জেলার খাসিয়া ও গারোদের পানপুঞ্জির ভূমি আদিবাসীদের প্রদান, গাজীপুরে কোচ বর্মণদের ভূমি দখল, সিরাজগঞ্জ ও বরগুনায় সমাধিক্ষেত্র দখল, উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের ভূমি দখল বন্ধ, খাস জমি ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্টন প্রভৃতি।

ধরে চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ যখন এই ব্যবসায়ীরা?

এদিকে গত ১১ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুর ১২টায় ছাত্রদল ক্যাডার লিটন, শহীদ, সোহেল, জসীমউদ্দিন, মহরম আলীসহ অন্যরা সশস্ত্র হয়ে বোয়ালখালী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ রণজিত কুমার ধরের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে প্রচন্ড অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার দরজা-জানালা, আসবাব ভাঙচুর করে তার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কলেজে পাঠদানরত বিভিন্ন কক্ষের শিক্ষকদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমান করে বের করে দিয়ে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের সংসদীর এলাকার এই ছাত্রদল ক্যাডার বাহিনীর তান্ডব নিত্যকার চিত্র। বোয়ালখালী কলেজে প্রকাশ্যে নিয়মিত অস্ত্রের মহড়াসহ অপকর্ম প্রতিদিনকার চিত্রে পুলিশ নির্বিকার। ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের এ তান্ডবের পর বেলা ২টায় জরুরি বৈঠকের মাধ্যমে কলেজ শিক্ষক পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন বোয়ালখালী স্যার আশুতোষ সরকারি ডিগ্রি কলেজ। পুলিশ প্রশাসন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করে শিক্ষক পরিষদ থেকে বলা হয়, কলেজ

ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রশাসকের ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এই চিহ্নিত সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

এতোদিন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা ছিল চাঁদাবাজ এবং অপহরণকারীদের বিশেষ টার্গেট। এখন চট্টগ্রামের কোমলমতি শিশু এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ টার্গেটে পরিণত হয়েছে- সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের যতোই অস্বীকার করুন সিএমপি কমিশনার, বাস্তব চিত্র এখন তাই বলে।

সেন্ট মেরী'স স্কুলে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে হুমকি দেয়া হয়েছে, স্কুল থেকে ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী তুলে নেয়া হবে দাবি না মানলে। মহিলা সমিতি (বাওয়া) স্কুলেও একইভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর বুধবার চান্দগাঁও থানাধীন মোহরা হাইস্কুলের দুই ছাত্রকে অপহরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সংঘবদ্ধ অপহরণকারী চক্র। কেবল স্কুল কর্তৃপক্ষকেই নয়, ক'জন অভিভাবককেও উড়ো চিঠির মাধ্যমে দেয়া হয়েছে এ হুমকি। মোহরা এ এল খান উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফউজুল আজিম চৌধুরীর দেয়া তথ্যমতে, স্থানীয় এক মিল শ্রমিক স্বপন দাশকে তার মিলের ঠিকানায় উড়ো চিঠিতে বলা হয়েছে, চাঁদা না দিলে তার সন্তান অপহৃত হবে। ১১ সেপ্টেম্বর স্কুলে যাবার পথে মোহরা স্কুলের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর দুই ছাত্রকে বেবিট্যাক্সিতে উঠিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতে চায় দুই পুরুষ ও এক মহিলা অপহরণকারী। ছাত্র দু'জনের অনীহা দেখে দুটো চকলেট খেতে দিলে বাড়ির পথে দৌড় দেয় এই দুই শিশু। পালিয়ে যায় অপহরণকারী চক্র। এ ব্যাপারে চান্দগাঁও থানার ওসিকে প্রধান শিক্ষক ফউজুল আজিম স্কুল এলাকায় পুলিশের মোবাইল টহল জোরদারের অনুরোধ করেছেন বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, এই এলাকাটিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের সংসদীয় এলাকা।

গত বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর রাতে কোতোয়ালি থানা এলাকার এনায়েত বাজার মহিলা কলেজে রাত ৩টায় সংঘবদ্ধ ডাকাতদল হামলা করে নিচতলার সব কক্ষের তালা ভেঙে আলমারি খুলে কাগজপত্র তছনছ করে। অধ্যক্ষের লকার ভাঙতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রথম বর্ষ ভর্তির প্রায় ৪ লাখ টাকা লুট করতে পারেনি। অথচ কলেজের গেটের মুখোমুখি বৌদ্ধমন্দির মোড়ে সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরা থাকে। রাত তিনটা থেকে ভোর পর্যন্ত ডাকাতি হলো কী করে সে প্রশ্ন থেকেই যায়? এ ব্যাপারে অধ্যক্ষা নীলুফার জহুর কোতোয়ালি থানায় একটি জিডি করেছেন।

সিএমপি কমিশনার জানেন না!

অথচ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় সাপ্তাহিক ২০০০কে সিএমপি কমিশনার প্রথমে অস্বীকার করলেন এবং পরে বললেন, এ বিষয়টি তিনি জানেন না।

চর দখলের আরেক রূপ

দীর্ঘদিন থেকে চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহ দখলদারিত্বে শিবিরের নেতৃত্বদান অব্যাহত রয়েছে। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ দেয়াল সব ছেয়ে গেছে ছাত্রশিবিরের দেয়াল লিখনে। জোট সরকারের অস্তিত্ব রক্ষায় যেন ছাত্রদল অসহায়।

চট্টগ্রাম কলেজ, মুহসীন কলেজ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং বিরোধীদলীয় ছাত্রদের টর্চার সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রক্তপাতহীন অভিযানে শিবির-ছাত্রদল যৌথভাবে চট্টগ্রাম বিআইটি পলিটেকনিক কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে যথারীতি শিবির তার একচ্ছত্র আধিপত্যে মরিয়া।

তারই ধারাবাহিকতায় গত ৩ থেকে ৬ মে ছাত্রদল-শিবির বন্দুকযুদ্ধ হয় বারবার। বিআইটি পরিচালনা পরিষদ প্রভাবিত হয় ১০ ছাত্রদল নেতা এবং শিবির ক্যাডারকে অভিযুক্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে। ছাত্রদল নেতা বিআইটি ছাত্র সংসদ ভিপি-জিএস, ক্রীড়া সম্পাদক এক বছরের জন্য অবাঞ্ছিত হলে আবার শুরু হয় শিবির-বিএনপি সম্মুখযুদ্ধ।

চট্টগ্রাম শহর এলাকার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কারিগরি কলেজে শিবিরের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত। বন্দর এলাকার ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী কলেজে শিবিরের তাড়া খেয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়েছে ছাত্রদল। শিবিরের জঙ্গি স্লোগান চলে একটানা ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। 'ছাত্রদল নেতাদের কোনো অবস্থান বরদাশত করা হবে না' জানিয়ে দিয়েছেন জোট নেতারা। এ নিয়ে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ চট্টগ্রামের ছাত্রদল নেতারা।